যোহনের লেখা সুখবর

ঈশ্বরের বাক্য মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন

১ প্রথমেই বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সংগে ছিলেন এবং বাক্য
২, ৩ নিজেই ঈশ্বর ছিলেন। আর প্রথমেই তিনি ঈশ্বরের সংগে ছিলেন। সব
কিছুই সেই বাক্যের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল। আর যা কিছু সৃষ্ট হয়ে-
৪ ছিল সেগুলোর মধ্যে কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্ট হয়নি। তাঁর
৫ মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবনই ছিল মানুষের আলো। সেই
আলো অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে কিন্তু অন্ধকার আলোকে জয় করতে
পারেনি।

৬,৭ ঈশ্বর যোহন নামে একজন লোককে পাঠিয়েছিলেন। তিনি
আলোর বিষয়ে সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন যেন সকলে
৮ তাঁর সাক্ষ্য শুনে বিশ্বাস করতে পারে। যোহন নিজে সেই আলো
ছিলেন না কিন্তু সেই আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন।

৯ সেই আসল আলো, যিনি প্রত্যেক মানুষকে আলো দান করেন,
১০ তিনি জগতে আসছিলেন। তিনি জগতেই ছিলেন এবং জগৎ তাঁর
১১ দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছিল, তবু জগৎ তাঁকে চিনল না। তিনি নিজের
দেশে আসলেন, কিন্তু তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে গ্রহণ করল না।
১২ তবে যতজন তাঁর উপরে বিশ্বাস করে তাঁকে গ্রহণ করল তাদের
১৩ প্রত্যেককে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার দিলেন। এই লোক-
দের জন্ম রক্ত থেকে হয়নি, শারীরিক কামনা বা পুরুষের বাসনা
থেকেও হয়নি, কিন্তু ঈশ্বর থেকেই হয়েছে।

১৪ সেই বাক্যই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে
বাস করলেন। পিতা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা
সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি দয়া ও সত্যে পূর্ণ।

১৫ যোহন তাঁর বিষয়ে জোর গলায় সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, "উনিই সেই
লোক, যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, যিনি আমার পরে আসছেন

তিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার অনেক আগে থেকেই আছেন।"

১৬ আমরা সকলে তাঁর সেই পূর্ণতা থেকে দয়ার উপরে আরও দয়া
১৭ পেয়েছি। মোশির মধ্যে দিয়ে আইন–কানুন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু
১৮ যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে দয়া ও সত্য এসেছে। পিতা ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি। তাঁর বুকে–থাকা সেই একমাত্র পুত্র, যিনি নিজেই ঈশ্বর, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন।

যোহনের সাক্ষ্য

১৯ যিহূদী নেতারা যিরূশালেম শহর থেকে কয়েকজন পুরোহিত ও লেবীয়কে যোহনের কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন,
২০ "আপনি কে?" যোহন অস্বীকার করলেন না বরং স্বীকার করে বললেন, "আমি মশীহ নই।"

তখন তাঁরা যোহনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে কে? আপনি কি এলিয়?"

তিনি বললেন, "না আমি এলিয় নই।"

তাঁরা বললেন, "তাহলে আপনি কি সেই নবী?"

উত্তরে তিনি বললেন, "না।"

২২ তখন তাঁরা তাঁকে বললেন, "তাহলে বলুন আপনি কে? যাঁরা আমাদের পাঠিয়েছেন ফিরে গিয়ে তাঁদের তো আমাদের উত্তর দিতে হবে। আপনার নিজের সম্বন্ধে আপনি নিজে কি বলেন?"

২৩ যোহন বললেন, "আমিই সেই কণ্ঠস্বর, যার বিষয়ে নবী যিশাইয় বলেছেন–

মরু –এলাকায় একজনের কণ্ঠস্বর
চিৎকার করে জানাচ্ছে,
তোমরা প্রভুর পথ সোজা কর।"

২৪ যোহনের কাছে যাঁদের পাঠানো হয়েছিল তাঁরা ছিলেন ফরীশী।
২৫ তাঁরা যোহনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি আপনি মশীহও নন, এলিয়ও নন কিম্বা সেই নবীও নন, তবে কেন আপনি বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন?'

২৬ যোহন উত্তরে সেই ফরীশীদের বললেন, "আমি জলে বাপ্তিস্ম

দিচ্ছি বটে, কিন্তু আপনাদের মধ্যে এমন একজন দাঁড়িয়ে আছেন
২৭ যাঁকে আপনারা চেনেন না। যাঁর আমার পরে আসবার কথা ছিল,
উনিই সেই লোক। আমি তাঁর জুতার ফিতাটা পর্যন্ত খুলে দেবার
যোগ্য নই।"

২৮ যর্দন নদীর অন্য পারে বেথনিয়া গ্রামে যেখানে যোহেন বাপ্তিস্ম
দিচ্ছিলেন, সেখানে এসব ঘটেছিল।

২৯ পরের দিন যোহন যীশুকে তাঁর নিজের দিকে আসতে দেখে
বললেন, "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষ-শিশু, যিনি মানুষের সমস্ত পাপ
৩০ দূর করেন। ইনিই সেই লোক যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, আমার
পরে একজন আসছেন যিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার
৩১ অনেক আগে থেকেই আছেন। আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু তিনি
যেন ইস্রায়েলীয়দের কাছে প্রকাশিত হন সেজন্য আমি এসে জলে
বাপ্তিস্ম দিচ্ছি।"

৩২ তারপর যোহন এই সাক্ষ্য দিলেন, "আমি পবিত্র আত্মাকে
কবুতরের মত হয়ে স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁর উপরে থাকতে
৩৩ দেখেছি। আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে জলে
বাপ্তিস্ম দিতে পাঠিয়েছেন তিনিই আমাকে বলে দিয়েছেন, 'যাঁর
উপরে পবিত্র আত্মাকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই সেই, যিনি
৩৪ পবিত্র আত্মাতে বাপ্তিস্ম দেবে।' আমি তা দেখেছি আর সাক্ষ্য
দিচ্ছি যে, ইনিই ঈশ্বরের পুত্র।

শিষ্য গ্রহণ

৩৫ পরের দিন যোহন ও তাঁর দু'জন শিষ্য আবার সেখানে ছিলেন।
৩৬ এমন সময় যীশুকে হেঁটে যেতে দেখে যোহন বললেন, "ঐ দেখ,
ঈশ্বরের মেষ-শিশু।"

৩৭ যোহনকে এই কথা বলতে শুনে সেই দু'জন শিষ্য যীশুর পিছনে
৩৮ পিছনে যেতে লাগলেন। যীশু পিছন ফিরে তাঁদের আসতে দেখে
বললেন, "তোমরা কিসের খোঁজ করছ?"

যোহনের শিষ্যরা জিজ্ঞাসা করলেন, "রব্বি (অর্থাৎ গুরু),
আপনি কোথায় থাকেন?"

৩৯ যীশু তাঁদের বললেন, "এসে দেখ।" তখন তাঁরা গিয়ে যীশু

যেখানে থাকতেন সেই জায়গাটা দেখলেন এবং সেই দিন তাঁর সংগেই রইলেন। তখন প্রায় বিকাল চারটা।

৪০ যোহনের কথা শুনে যে দু'জন যীশুর পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন, তাঁদের একজনের নাম ছিল আন্দ্রিয়। ইনি ছিলেন শিমোন-
৪১ পিতরের ভাই। আন্দ্রিয় প্রথমে তাঁর ভাই শিমোনকে খুঁজে বের করলেন এবং বললেন, "আমরা মশীহের (অর্থাৎ খ্রীষ্টের) দেখা পেয়েছি।" আন্দ্রিয় শিমোনকে যীশুর কাছে আনলেন।

যীশু শিমোনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি যোহনের ছেলে শিমোন, কিন্তু তোমাকে কৈফা বলে ডাকা হবে।" এই নামের অর্থ পিতর, অর্থাৎ পাথর।

৪৩ পরের দিন যীশু ঠিক করলেন তিনি গালীল প্রদেশে যাবেন। আর ফিলিপের সংগে দেখা হতে যীশু তাঁকে বললেন, "এস, আমার শিষ্য হও।"

৪৪ ফিলিপ ছিলেন বৈৎসৈদা গ্রামের লোক। আন্দ্রিয় আর পিতর
৪৫ ঐ একই গ্রামের লোক ছিলেন। ফিলিপ নথনেলকে খুঁজে বের করে বললেন, " মোশি যাঁর কথা আইন-কানুনে লিখে গেছেন এবং যাঁর বিষয়ে নবীরাও লিখেছেন, আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি। তিনি যোষেফের পুত্র যীশু, নাসরত গ্রামের লোক।"

৪৬ নথনেল ফিলিপকে বললেন, "নাসরত থেকে কি ভাল কোন কিছু আসতে পারে?"

ফিলিপ তাঁকে বললেন, "এসে দেখ।"

৪৭ যীশু নথনেলকে নিজের দিকে আসতে দেখে তাঁর বিষয়ে বললেন, "ঐ দেখ, একজন সত্যিকারের ইস্রায়েলীয়। তার মনে কোন ছলনা নেই।"

৪৮ নথনেল যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কেমন করে আমাকে চিনলেন?"

যীশু উত্তরে তাঁকে বললেন, "ফিলিপ তোমাকে ডাকবার আগে যখন তুমি সেই ডুমুর গাছের তলায় ছিলে, আমি তখনই তোমাকে দেখেছিলাম।"

৪৯ এতে নথনেল যীশুকে বললেন, "গুরু, আপনিই ঈশ্বরের পুত্র, আপনিই ইস্রায়েলীয়দের রাজা।"

৫০ যীশু তাঁকে বললেন, "তোমাকে সেই ডুমুর গাছের তলায়
দেখেছি, একথা বলবার জন্যই কি বিশ্বাস করলে? এর চেয়ে আরও
৫১ অনেক মহৎ ব্যাপার তুমি দেখতে পাবে।" পরে যীশু বললেন, "আমি
তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা স্বর্গ খোলা দেখবে, আর দেখবে
ঈশ্বরের দূতেরা মনুষ্যপুত্রের কাছ থেকে উঠছেন এবং তাঁর কাছে
নামছেন।"

কান্না গ্রামের বিয়ের ভোজ

২ এর দু'দিন পরে গালীলের কান্না গ্রামে একটা বিয়ে হয়েছিল।
২ যীশুর মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই বিয়েতে যীশু এবং তাঁর
৩ শিষ্যরাও নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। পরে যখন সমস্ত আংগুর-রস
ফুরিয়ে গেল, তখন যীশুর মা যীশুকে বললেন, "এদের আংগুর-রস
ফুরিয়ে গেছে।"
৪ যীশু তাঁর মাকে বললেন,"এই ব্যাপারে তোমার সংগে আমার কি
সম্বন্ধ? আমার সময় এখনও হয়নি।"
৫ তাঁর মা তখন চাকরদের বললেন, "ইনি তোমাদের যা করতে
বলেন তা-ই কর।"
৬ যিহূদী ধর্মের নিয়ম মত শুচি হবার জন্য সেই জায়গায় পাথরের
ছয়টা জালা বসানো ছিল। সেগুলোর প্রত্যেকটাতে দুই-তিন মণ করে
৭ জল ধরত। যীশু সেই চাকরদের বললেন,"এই জালাগুলোতে জল
ভরে দাও।" চাকরেরা তখন জালাগুলোর কাণায় কাণায় জল ভরে
৮ দিল। তারপর যীশু তাদের বললেন, "এবার ওখান থেকে অল্প তুলে
ভোজের কর্তার কাছে নিয়ে যাও।" চাকরেরা তা-ই করল।
৯ সেই আংগুর-রস, যা জল থেকে হয়েছিল, ভোজের কর্তা তা খেয়ে
দেখলেন। কিন্তু সেই রস কোথা থেকে আসল তা তিনি জানতেন না;
১০ তবে যে চাকরেরা জল তুলেছিল তারা জানত। তাই ভোজের কর্তা
বরকে ডেকে বললেন,"প্রথমে সকলে ভাল আংগুর-রস খেতে দেয়।
তারপর যখন লোকের ইচ্ছামত খাওয়া শেষ হয়, তখন যে রস দেয় তা
আগের চেয়ে কিছু মন্দ। কিন্তু তুমি ভাল আংগুর-রস এখনও পর্যন্ত
রেখেছ।"
১১ যীশু গালীল প্রদেশের কান্না গ্রামে চিহ্ন হিসাবে এই প্রথম